কৃষি সুপারিশ

৯-১২ ই অক্টোবর ২০২৩ (২১-২৪ শে আশ্বিন, ১৪৩০)

আমন ধান

রোপনের ৬ - ৭ সপ্তাহ পর থোর আসার সময় দ্বিতীয় চাপান দিন। এই জন্য স্বল্পমেয়াদী জাতে ১৫ কেজি, মধ্যমেয়াদী জাতে ১৭.৫ কেজি ও দীর্ঘমেয়াদী জাতে (১ ফুট পর্যন্ত জল দাঁড়ায় এমন জমিতে) ২০ কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে মাটি হেঁটে দিন। দেশী জাত এবং দীর্ঘমেয়াদী জাতে যেখানে ১.৫-৩.০ ফুট বা তার বেশী জল দাঁড়ায় এমন জমিতে হেক্টর প্রতি ১২.৫ কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করুন।

এই সময় সপ্তাহে অন্তত দুদিন মাঠে নেমে কোনাকুনি হেঁটে রোগ-পোকার প্রার্দুভাব পর্যবেক্ষণ করুন, বন্ধুপোকা ও শত্রু পোকার অনুপাত দেখুন এবং আইপিএম পদ্ধতিতে শস্য রক্ষার ব্যাবস্থা নিন। সবুজ শ্যামাপোকা দমনে আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা করুন ।

ভেঁপু পোকার আক্রমনে রোয়ার ২০ দিনের মধ্যে শতকরা ৫টি পিয়াজকলি আকারের পাতা দেখতে পেলে হেক্টর প্রতি ফোরেট ১০জি ১০ কেজি অথবা কার্বফিউরান ৩জি ৩০ কেজি পরিমান দানা ঔষধ জমিতে ছিপছিপে জল থাকা অবস্থায় মাটিতে প্রয়োগ করুন এবং ৭ দিন পর্যন্ত ১-২ ইঞ্চি পরিমান জল ধরে রাখুন।

ঝলসা রোগের আক্রমনে পাতার উপর হালকা থেকে গাঢ় বাদামী রঙের মাকুর মতো দাগ দেখা দিলে ট্রাইসাইকাজোল ০.৫ গ্রাম অথবা এডিফেনফস ১ মিলি অথবা হেক্সাকোনাজোল ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে বিকালে পাতায় স্প্রে করুন।**খোলা ধ্বসা রোগের** আক্রমনে গাছের গোড়ার দিকে জলের কাছাকাছি অংশে খোলার উপর সবুজাভ ধুসর রঙের দাগ দেখা দেয় ও পরে পচে যায়, ফলে ফলন কমে যায়। প্রতিকারে নাইট্রোজেন ঘটিত সার কম বা দেরীতে দিন।কার্বেন্ডাজিম ৫০% ১ গ্রাম বা প্রোপিকোনাজোল ২৫% ১ মিলি বা হেক্সাকোনাজোল ৫% ১.৫ মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে বিকালের দিকে পাতায় স্প্রে করুন।

তৈলবীজ : - জমির জো বুঝে টোরি সরিষা বীজ বুনুন।। উন্নত জাত : অগ্রণী ও পঞ্চালী। হেক্টর প্রতি ৬-৭ কেজি বীজ ৩০ সেমি X ১০ সেমি দূরত্বে বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে ২. ৫ গ্রাম ঔষধ যেমন ক্যাপটান ৫০% বা থাইরাম ৭৫% মিশিয়ে শোধন করে নিন।মূলসার হিসাবে অসেচ এলাকায় মধ্যম উর্ব্বর মাটিতে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার, ১৫ কেজি অ্যাজোফস এবং ৬০ কেজি নাইট্রোজেন, ৩০ কেজি ফসফেট, ৩০ কেজি পটাশ জমিতে মিশিয়ে দিন ,আর সেচ এলাকা একই পরিমান জৈব সার ও অ্যাজোফস প্রয়োগ করার পর ৩৫ কেজি নাইট্রোজেন,, ৩৫ কেজি ফসফেট ও ১৭.৫ কেজি পটাশ জমিতে মিশিয়ে দেওয়ার পর বীজ বুনুন।

আখ:

ডগা-ছিদ্রকারী পোকা, মাজরা পোকা, গোড়া-ছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদির আক্রমনে প্রথমে অ্যাজাডাইরেক্টিন (১০,০০০ পিপিএম) ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন পরে প্রয়োজনে ১ মিলি ফিপ্রনিল বা ট্রয়াজোফস অথবা ০.৭৫ গ্রাম অ্যাসিফেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। শোষক পোকা, আঁশপোকা, সাদামাছি ইত্যাদির আক্রমনে প্রথমে একই ভাবে অ্যাজাডাইরেক্টিন(১০,০০০ পিপিএম) স্প্রে করুন ও পরে প্রয়োজনে ২ মিলি ডাইমেথয়েট বা ১ গ্রাম কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। আখ-এ লাল ডোরা ধ্বসা রোগে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলুন। ছিপটি ভুষা রোগে গাছটিতে ভিজে কাপড় জড়িয়ে সাবধানে জমি থেকে তুলে নিন ও পুড়িয়ে ফেলুন।

জমিতে জল জমে থাকলে কৃষি বিভাগ থেকে প্রচারিত করনীয় বিষয় / পরামর্শগুলি অনুসরণ করতে পারেন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে -

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ